ছড়া এক্কে ছড়া

পঙ্কজ সাহা

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

শিয়াল স্পেশাল ৯
কুমির কুমির ৯
ছড়া ছড়া ১০
সঙ ১০
একটা কথা ১১
কান মলেছি ১১
সুবুদ্ধি যেন ১২
কী গিয়েছে ফেলে ১৩
উলুক ঝুলুক ১৪
এই টুক ১৫
হিম ডিম ১৬
কেঁচে গণ্ডুষ ১৭
বেখেয়ালি ১৮
টুকটাক সোম ফাঁক ১৯
বলবে কাজি ২০
নেবং দেবং ২১
ছোটো খেলা বড়ো খেলা ২২
ছড়া দুগুণে ২৩
ছড়াচ্ছে খেপাচ্ছে ২৪
বানভাসি ২৫
পাখি আমার পাখি ২৬
তিত্ তিত্ তিতলিকে ২৭
দোস্তো চোস্তো ২৮
ছড়ায় ছড়া ২৯
ছড়ানো ছড়া বইমেলা ৩০
ভুতুড়ে ৩১
কে ফেললি আলতা ৩২

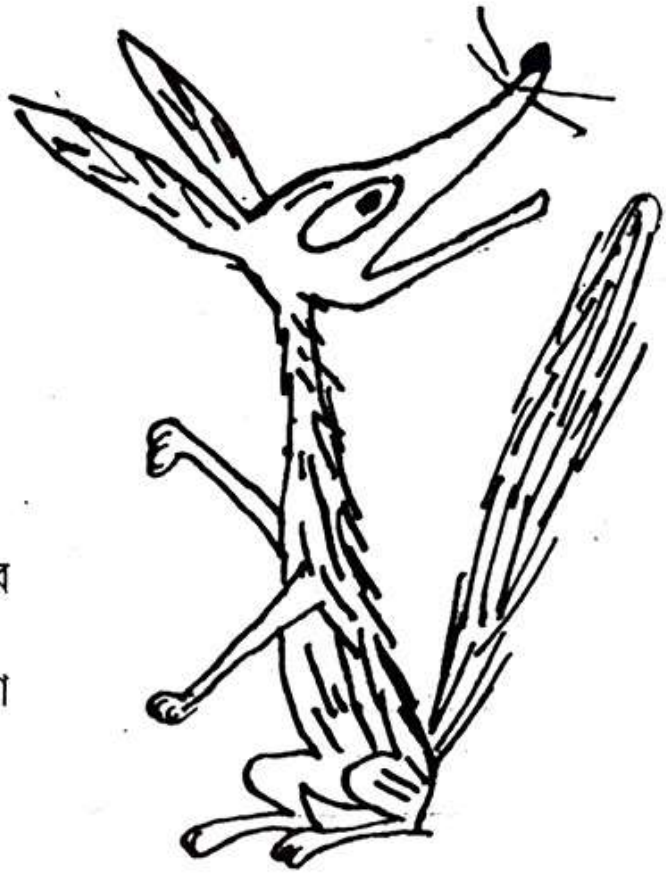

শিয়াল স্পেশাল

শিয়ালরা সব লোকালে
যাবে এখন শিয়ালদা
শ্লোগান দিয়ে দেখতে এল
শিয়াল নেতা টিয়ালদা।

কোথায় যাবে শিয়ালরা সব
কী তুলেছে দাবি?
কোন শিয়ালে ঝগড়া কতো
বাদী কে বিবাদী!

লোকাল ট্রেনে শিয়াল শুধু
শিয়ালদাতে ত্রাস,
চেকার বলে আমি বেকার
সবার হাতেই পাস!

কুমির কুমির

কুমির নাকি জলকে নামে
কুমির নাকি ডাঙায়!
কুমির দেখায় কুমিরছানা
রোদ্দুরে মুখ ভেঙায়।

কুমির ঘোরে বালুর চরে
একটা দুটো শিকার ধরে,
তারপরে দেয় ঘুম
বৃষ্টি পড়ার ধুম।

কুমির কুমির খেলতে গিয়ে
কুমিরে পা পড়ে
কুমির তখন ঘুমিয়ে তাই।
প্রাণ থেকে যায় ধড়ে।

ছড়া ছাড়া

শোনরে ছড়া তোকে ছাড়া
কেমন করে থাকি
পাতায় পাতায়
ছড়ার ছবি আঁকি

ছড়ার ছেলে ছড়া ভুলোয়
গান উড়েছে শিমুল তুলোয়,
গানের মধ্যে সাতটি স্বর
বেহালা বাজায় ব্যস্ত ছড়,
ছড় থেকে তুই ছড়া বানা
সামনে খাতা লাইন টানা,
ছড়ার মধ্যে ঘুরছে গান
চুন এনেছি সাজরে পান।

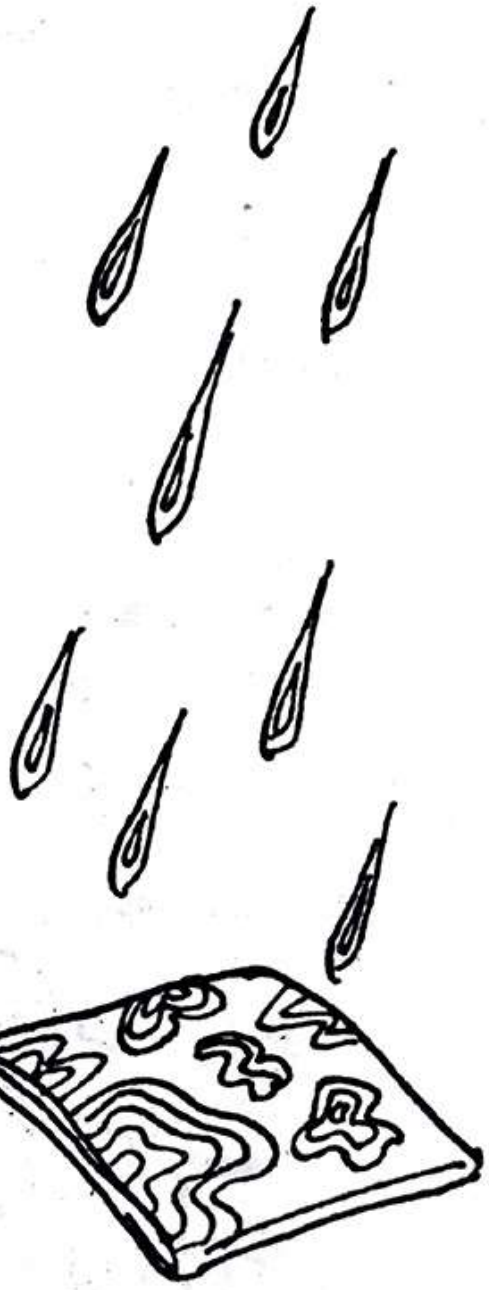

সঙ

আয়রে ছড়া আয়রে আয়
ছড়ার ছবি যায় ভেসে যায়।
ছবির রঙে পড়ল জল
রঙ গলেছে ঝড় বাদল,
বৃষ্টি হল রঙ-বেরঙ
দেখবিরে আয় কেমন সঙ।

একটা কথা

একটা কথা ঠোঁটকাটা
একটা কথা লাজুক,
একটা কথা মেঘ-বিজলি
বৃষ্টি ধারায় বাজুক।

কথার পিঠে কথা জুড়ে
কথাই হল কাহিনি,
পান্তো খেতে পাত পাতিতে
নুন আনিতে দিন গুনি।

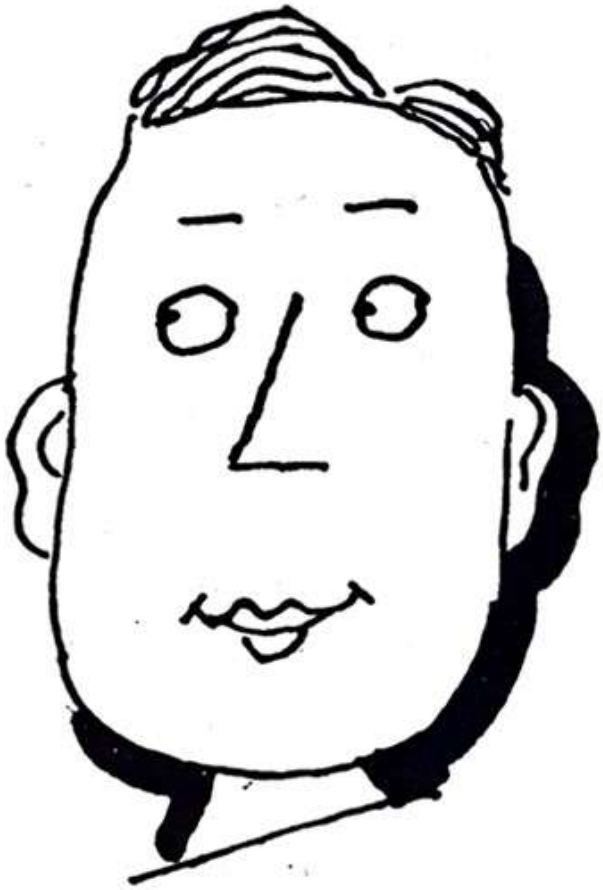

কান মলেছি

খাতায় নাকি ফুটো
একটা তো নয় দুটো!
কে দেখেছে তুই?
বিছানা পেতে শুই।
শুয়ে দেখব চাঁদ
এই পেতেছি ফাঁদ।

খাতার ফুটোয় ইঁদুর
খুদ জোগাল বিদুর।
খুদের মধ্যে একটা সাপ
কান মলেছি কররে মাপ।

সুবুদ্ধি যেন

এই পৃথিবী সুন্দর
বাঁচতে লাগে ভালো,
কিন্তু কিছু মানুষ আছে
দুঃখ ছড়ায় কালো।

আকাশ দেখো আলোয় ভরা
বাতাস যেন সোহাগ মাখা
নদীর জলে প্রাণের কথা
জীবন মেলে খুশির পাখা।

কিছু মানুষ ভিন্নরকম
আকাশ বাতাস মলিন করে
নদীর জলে বিষ ঢেলে দেয়
কান্না ওঠে ঘরে ঘরে।

কী গিয়েছে ফেলে

শিমুরালির গাঁয়ের পথে রশিদ আলির ছেলে
কী গিয়েছে ফেলে!
ছলকে উঠে টলকে গেল একটি গাছের ছায়া,
ডাহুক ডাকে দুপুরবেলা মন জুড়নো মায়া।
ছেলেরে তুই রশিদ আলির মনের কথা জানিস?
তোর দাদা যে লতিফ ছিল তার দাদা যে আনিস।
আনিস এখন গাঁ-ছাড়া যে লোক ভুলেছে তাকে,
তার স্মৃতিতে দুপুর জুড়ে একটি ডাহুক ডাকে।